একাদশ অধ্যায়

মহারাজ রহূগণের প্রতি জড় ভরতের উপদেশ

এই অধ্যায়ে ব্রহ্মজ্ঞ জড় ভরত মহারাজ রহূগণকে বিশদভাবে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি রাজাকে বলেছেন, "আপনি বিজ্ঞ নন, তবুও আপনার জ্ঞানের গর্বে গর্বিত হয়ে আপনি বিজ্ঞের মতো কথা বলছেন। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি চিন্ময় স্তরে অবস্থিত, তিনি পারমার্থিক প্রগতির প্রতিবন্ধক লৌকিক ব্যবহারের বহুমানন করেন না। লৌকিক ব্যবহার কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত, যা জাগতিক সুখ-সুবিধা বিষয়ক। এই সমস্ত কর্মের দ্বারা কেউ কখনও পারমার্থিক উন্নতি সাধন করতে পারে না। বদ্ধ জীব জড়া প্রকৃতির গুণের বশীভূত, এবং তার ফলে সে কেবল জড়-জাগতিক লাভ-ক্ষতি এবং শুভ-অশুভ ইত্যাদি জড় বিষয়েরই বিচার করে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ইন্দ্রিয়সমূহের নেতা মন জন্ম-জন্মান্তর ধরে কেবল জড়-জাগতিক কার্যকলাপের বিষয়েই মগ্ন। তার ফলে জীব একের পর এক বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়ে জড়-বন্ধন জনিত ক্লেশ ভোগ করে। লৌকিক ব্যবহারের ভিত্তিই হচ্ছে মনোধর্ম। কারোর মন যদি এই সমস্ত কার্যকলাপে মগ্ন থাকে, তাহলে তাকে অবশ্যই এই জড় জগতে আবদ্ধ থাকতে হয়। মনের বৃত্তি একাদশ প্রকার; কেউ কেউ বলেন দ্বাদশ প্রকার। এই একাদশ চিত্তবিকার আবার শত-সহস্ররূপে প্রকাশ পায়। কৃষ্ণভক্তি-বিহীন ব্যক্তিরাই এই সমস্ত মানসিক বিকারের অধীন হয়ে মায়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মানসিক বিকার থেকে মুক্ত জীবই শুদ্ধ চিন্ময় স্তর প্রাপ্ত হন, যেই স্তরে কোন জড় কলুষ নেই। ক্ষেত্রজ্ঞ দুই প্রকার—জীবাত্মা এবং পরমাত্মা। পরমাত্মার চরম উপলব্ধি হচ্ছে বাসুদেব বা কৃষ্ণ। তিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে, তাদের সমস্ত কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন। তাই তিনিই হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম আশ্রয়। কেউ যখন সাধারণ মানুষদের অসৎসঙ্গ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হন, তখন তিনি পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারেন এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন। এইভাবে জীব সংসার-সমুদ্র অতিক্রম করতে পারেন। বদ্ধ জীবনের কারণ হচ্ছে বহিরঙ্গা শক্তির প্রতি আসক্তি। মনকে জয় করতে না পারলে, কখনও জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে

মুক্ত হওয়া যায় না। যদিও মনের কার্যকলাপের কোন মূল্য নেই, তবুও তার প্রভাব অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। মনকে সংযত করতে কখনও অবহেলা করা উচিত নয়। মনকে প্রশ্রয় দিলেই তা এত শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, তৎক্ষণাৎ স্বরূপ বিস্মৃতি হয়। জীব যখন ভুলে যায় যে, সে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবাই তার একমাত্র ধর্ম, তখন জড়া প্রকৃতির প্রভাবে তার সর্বনাশ হয় এবং সে ইন্দ্রিয়ের দাসে পরিণত হয়। ভগবান এবং তাঁর ভক্তের সেবারূপ তরবারির দ্বারা মনকে সংহার করতে হয় (*গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ*)।"

শ্লোক ১

ব্রাহ্মণ উবাচ

অকোবিদঃ কোবিদবাদবাদান্
বদস্যথো নাতিবিদাং বরিষ্ঠঃ ।
ন সূরয়ো হি ব্যবহারমেনং
তত্ত্বাবমর্শেন সহামনন্তি ॥ ১ ॥

ব্রাহ্মণঃ উবাচ—ব্রাহ্মণ বললেন; **অকোবিদঃ**—অজ্ঞ; **কোবিদ-বাদ-বাদান্**—বিজ্ঞের মতো কথা; **বদসি**—তুমি বলছ; **অথো**—অতএব; **ন**—না; **অতি-বিদাম্**—যাঁরা অত্যন্ত বিদ্বান; **বরিষ্ঠঃ**—শ্রেষ্ঠ; **ন**—না; **সূরয়ঃ**—তেমন বিজ্ঞ ব্যক্তি; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **ব্যবহারম্**—জাগতিক এবং লৌকিক আচরণ; **এনম্**—এই; **তত্ত্ব**—তত্ত্ব; **অবমর্শেন**—বুদ্ধির দ্বারা সূক্ষ্ম বিচার করে; **সহ**—সঙ্গে; **আমনন্তি**—আলোচনা করে।

অনুবাদ

ব্রহ্মজ্ঞ জড় ভরত বললেন—হে রাজন্, যদিও আপনি বিজ্ঞ নন, তবুও আপনি বিজ্ঞের মতো কথা বলছেন। অতএব আপনি বিজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নন। অভিজ্ঞ ব্যক্তি কখনও আপনার মতো প্রভু-ভৃত্য অথবা জড় সুখ-দুঃখের সম্পর্কের কথা বলেন না। এইগুলি কেবল বাহ্যিক কার্যকলাপ। তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত অভিজ্ঞ ব্যক্তি কখনও এইভাবে কথা বলেন না।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনকে এইভাবে তিরস্কার করেছিলেন। *অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে*—"তুমি প্রাজ্ঞের মতো কথা বলছ, অথচ সেই সঙ্গে যে বিষয়ে

শোক করা উচিত নয়, সেই বিষয়ে শোক করছ।" (*ভগবদ্গীতা* ২/১১) তেমনই, মানুষের মধ্যে প্রায় শতকরা ৯৯.৯ ভাগ ব্যক্তিই প্রাজ্ঞের মতো উপদেশ দেয়, কিন্তু তারা আত্মজ্ঞানশূন্য। তাই তারা যা বলে তা শিশুর প্রলাপের মতো। তার ফলে তাদের কথায় কোন গুরুত্ব দেওয়া যায় না। কৃষ্ণ অথবা তাঁর ভক্তের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করতে হয়। কেউ যদি সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কথা বলেন, অর্থাৎ দিব্য জ্ঞানের ভিত্তিতে কথা বলেন, তাহলে তাঁর সেই বাণী যথার্থই মূল্যবান। বর্তমান সময়ে সারা পৃথিবী মূর্খ মানুষে পূর্ণ। *ভগবদ্গীতায়* এদের বলা হয়েছে *মূঢ়*। তারা মানব সমাজের উপর আধিপত্য করতে চায়, কিন্তু যেহেতু তারা তত্ত্বজ্ঞানহীন, তাই আজ সারা পৃথিবী জুড়ে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়েছে। এই দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা থেকে মুক্ত হতে হলে, কৃষ্ণভক্ত হতে হবে এবং জড় ভরত, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং কপিলদেবের মতো মহাত্মাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। জড়-জাগতিক জীবনের সমস্ত সমস্যা সমাধান করার এটিই হচ্ছে একমাত্র উপায়।

শ্লোক ২

তথৈব রাজন্নুরুগার্হমেধ-
বিতানবিদ্যোরুবিজৃম্ভিতেষু ।
ন বেদবাদেষু হি তত্ত্ববাদঃ
প্রায়েণ শুদ্ধো নু চকাস্তি সাধুঃ ॥ ২ ॥

তথা—অতএব; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **রাজন্**—হে রাজন্; **উরু-গার্হ-মেধ**—গার্হস্থ্য-জীবন সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান; **বিতান-বিদ্যা**—বিস্তারশীল বিদ্যা; **উরু**—অত্যন্ত; **বিজৃম্ভিতেষু**—যারা আগ্রহী তাদের মধ্যে; **ন**—না; **বেদ-বাদেষু**—যাঁরা বেদের বাণী বলেন; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **তত্ত্ব-বাদঃ**—আত্ম-তত্ত্ববিজ্ঞান; **প্রায়েণ**—প্রায় সর্বদা; **শুদ্ধঃ**—সমস্ত কলুষিত কার্যকলাপ থেকে মুক্ত; **নু**—নিঃসন্দেহে; **চকাস্তি**—প্রতীত হয়; **সাধুঃ**—উন্নত স্তরের ভক্ত।

অনুবাদ

হে রাজন্, প্রভু-ভৃত্য, রাজা-প্রজা ইত্যাদির প্রসঙ্গে যে কথা তা কেবল জড়-জাগতিক বিষয়ের কথা। যারা বেদবিহিত জড় কার্যকলাপে আগ্রহী, তারা কেবল যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে এবং জড়-জাগতিক বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধালু থেকে সন্তুষ্ট থাকে। এই প্রকার ব্যক্তিদের অবশ্যই আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে *বেদবাদ* এবং *তত্ত্ববাদ* শব্দ দুটি তাৎপর্যপূর্ণ। *ভগবদ্গীতার* বর্ণনা অনুসারে, যারা কেবল বেদের প্রতি আসক্ত অথচ *বেদ* বা *বেদান্ত-সূত্রের* উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তাদের বলা হয় বেদবাদরতাঃ।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্ ।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ॥

"অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা বেদের আলঙ্কারিক বাক্যের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, যাতে স্বর্গলোকে উন্নতি, উচ্চকুলে জন্ম, ঐশ্বর্যভোগ ইত্যাদি নানা প্রকার সকাম কর্মের বিধান রয়েছে। ইন্দ্রিয় সুখভোগ এবং ঐশ্বর্যের বাসনার ফলে তারা বলে যে, তার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই।" (*ভগবদ্গীতা* ২/৪২-৪৩)

বেদবাদরত ব্যক্তিরা সাধারণত কর্মকাণ্ডের প্রতি আসক্ত হয়ে, বৈদিক নির্দেশ অনুসারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে। তার ফলে তারা উচ্চতর লোকে উন্নীত হয়। তারা সাধারণত চাতুর্মাস্য আদি ব্রত অনুষ্ঠান করে। *অক্ষয্যংহ বৈ চাতুর্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি*—যারা চাতুর্মাস্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, তারা পুণ্য অর্জন করে। পুণ্য অর্জনের ফলে মানুষ উচ্চতর লোকে উন্নীত হতে পারে (*ঊর্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থাঃ*)। কিছু মানুষ উন্নততর জীবন লাভের উদ্দেশ্যে বেদের কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে। অন্য কেউ আবার যুক্তি প্রদর্শন করে যে, তা বেদের উদ্দেশ্য নয়। *তদ্ যথৈবেহ কর্মজিতঃ লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবমুত্র পুণ্যজিতঃ লোকঃ ক্ষীয়তে* । এই জগতে কেউ সম্ভ্রান্ত কুলে জন্মগ্রহণ করে, বিদ্যা অর্জন করে, সুন্দর শরীর লাভ করে অথবা অনেক ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হয়ে জাগতিক উন্নতি লাভ করতে পারে। এগুলি পূর্ব জীবনে অর্জিত পুণ্যের ফল। কিন্তু পুণ্যকর্মের সঞ্চয় শেষ হয়ে গেলে, এগুলিও শেষ হয়ে যাবে। আমরা যদি পুণ্যকর্মের প্রতি আসক্ত হই, তাহলে পরবর্তী জীবনে এই ধরনের জাগতিক সুযোগ-সুবিধাগুলি লাভ করতে পারি অথবা স্বর্গলোকে উন্নীত হতে পারি। কিন্তু কোন এক সময়ে আবার তা শেষ হয়ে যাবে। *ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি* (*ভগবদ্গীতা* ৯/২১)—পুণ্যকর্মের সঞ্চয় যখন শেষ হয়ে যায়, তখন আবার এই মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়। বৈদিক নির্দেশ অনুসারে, পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য *ভগবদ্গীতায়* বিশ্লেষণ করা হয়েছে। *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*—বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা। যারা বেদবাদী তাদের জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে উন্নত

নয়, আর যারা জ্ঞানকাণ্ডের অনুগামী ব্রহ্মবাদী, তারাও বেদের প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। কিন্তু কেউ যখন উপাসনাকাণ্ডের স্তরে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেন, তিনিই পূর্ণরূপে বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন (*আরাধনানাং সর্বেষাম্ বিষ্ণোরারাধনং পরম্*)। *বেদে* বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠানের কথা অবশ্যই উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সেই সমস্ত অনুষ্ঠান নিকৃষ্ট স্তরের, কারণ সেই সমস্ত অনুষ্ঠানকারীরা জানে না যে, চরম লক্ষ্য হচ্ছেন বিষ্ণু। (*ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্*)। কেউ যখন *বিষ্ণোরারাধনম্* অথবা ভক্তিযোগের স্তরে উন্নীত হন, তখন তিনি জীবনের প্রকৃত সিদ্ধি লাভ করেন। তা না হলে, বেদের ভাষায় তারা *তত্ত্ববাদী* নয়, তারা *বেদবাদী*—তারা বৈদিক নির্দেশের অন্ধ অনুগামী। *বেদবাদী* যতক্ষণ পর্যন্ত না *তত্ত্ববাদী* হন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারেন না। তত্ত্ব উপলব্ধিও হয় তিন স্তরে—*ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে* । তত্ত্ব উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও, যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবান শ্রীবিষ্ণু বা বিষ্ণুতত্ত্বের আরাধনা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণ হয় না। *বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে*—বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর, যিনি প্রকৃত জ্ঞানবান তিনি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন। অতএব মূল কথা হচ্ছে যে, অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা তাদের সীমিত জ্ঞানের মাধ্যমে ভগবান, পরমাত্মা অথবা ব্রহ্মকে জানতে পারে না, কিন্তু *বেদ* অধ্যয়ন করার পর পরমতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারেন, তিনিই পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছেন।

শ্লোক ৩

ন তস্য তত্ত্বগ্রহণায় সাক্ষাদ্
বরীয়সীরপি বাচঃ সমাসন্ ।
স্বপ্নে নিরুক্ত্যা গৃহমেধিসৌখ্যং
ন যস্য হেয়ানুমিতং স্বয়ং স্যাৎ ॥ ৩ ॥

ন—না; **তস্য**—তাঁর (বেদ অধ্যয়নকারীর); **তত্ত্ব-গ্রহণায়**—বৈদিক জ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য লাভের জন্য; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **বরীয়সীঃ**—পরম শ্রেষ্ঠ; **অপি**—যদিও; **বাচঃ**—বেদের বাণী; **সমাসন্**—যথেষ্ট পরিমাণে হয়; **স্বপ্নে**—স্বপ্নে; **নিরুক্ত্যা**—দৃষ্টান্তের দ্বারা; **গৃহ-মেধি-সৌখ্যম্**—এই জড় জগতের সুখ; **ন**—না; **যস্য**—যার; **হেয়-অনুমিতম্**—নিকৃষ্ট বলে মনে হয়; **স্বয়ম্**—আপনা থেকেই; **স্যাৎ**—হয়।

অনুবাদ

স্বপ্নদৃষ্ট ভোগ্যবস্তুর মিথ্যাত্ব বা নিরর্থকতা যেমন আপনা থেকেই অনুভূত হয়, তেমনই এই পৃথিবীতে অথবা স্বর্গলোকে এই জীবনের বা পরবর্তী জীবনের যে, সুখ, তা অবশেষে তুচ্ছ বলে উপলব্ধি করা যায়। কেউ যখন তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, তখন বেদ তত্ত্বজ্ঞানের এক অপূর্ব উৎস হওয়া সত্ত্বেও, যথেষ্ট নয় বলে মনে হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (২/৪৫) শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন, *বেদে* যে প্রকৃতির তিনগুণ বিষয়ক জড় কার্যকলাপের কথা বলা হয়েছে তা অতিক্রম করতে (*ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন*)। *বেদ* অধ্যয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণাত্মিকা কার্যকলাপের অতীত হওয়া। জড় জগতে অবশ্য সত্ত্বগুণকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়, এবং সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে উচ্চতর লোকে উন্নীত হওয়া যায়। কিন্তু, সেটি পরম সিদ্ধি নয়। সত্ত্বগুণের স্তরও যে যথেষ্ট নয় তা বুঝতে হবে। কেউ স্বপ্ন দেখতে পারে যে, সে রাজা হয়েছে এবং সুন্দরী স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাসহ তার একটি অত্যন্ত সুখী পরিবার রয়েছে, কিন্তু যেই ঘুম ভেঙ্গে যায়, তখনই তা সব মিথ্যায় পর্যবসিত হয়। তেমনই, যিনি আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভের প্রয়াসী, তাঁর কাছে সমস্ত জড় সুখ অবাঞ্ছিত। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত না হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, কোন প্রকার জড় সুখই তার কাম্য নয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে তত্ত্বজ্ঞান লাভের স্তরে উন্নীত হতে পারে না। কর্মী, জ্ঞানী এবং যোগীরা কোন না কোন প্রকার জড় সুখের প্রয়াসী। কর্মীরা দেহসুখের জন্য দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে, জ্ঞানীরা কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার জন্য জল্পনা-কল্পনা করে, আর যোগীরা নানা প্রকার যোগসিদ্ধি বা ভেলকিবাজি দেখাবার ক্ষমতা লাভ করার প্রয়াসী। তারা সকলেই জড়-জাগতিক সাফল্য লাভের চেষ্টা করছে, কিন্তু ভক্ত অনায়াসে ভগবদ্ভক্তির নির্গুণ স্তরে উন্নীত হন, এবং তার ফলে কর্ম, জ্ঞান এবং যোগের ফল ভক্তের কাছে অত্যন্ত তুচ্ছ হয়ে যায়। তাই ভক্তই কেবল প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী, অন্যেরা নয়। জ্ঞানীদের স্থিতি অবশ্য কর্মীদের থেকে ভাল, কিন্তু সেই স্থিতিও অত্যন্ত তুচ্ছ। জ্ঞানীদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুক্ত হওয়া, এবং মুক্তি লাভের পর তারা ভক্তির স্তর প্রাপ্ত হতে পারে (*মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্*)।

শ্লোক ৪

যাবন্মনো রজসা পূরুষস্য
সত্ত্বেন বা তমসা বানুরুদ্ধম্ ।
চেতোভিরাকূতিভিরাতনোতি
নিরঙ্কুশং কুশলং চেতরং বা ॥ ৪ ॥

যাবৎ—যতক্ষণ পর্যন্ত; **মনঃ**—মন; **রজসা**—রজোগুণের দ্বারা; **পূরুষস্য**—জীবের; **সত্ত্বেন**—সত্ত্বগুণের দ্বারা; **বা**—অথবা; **তমসা**—তমোগুণের দ্বারা; **বা**—অথবা; **অনুরুদ্ধম্**—নিয়ন্ত্রিত; **চেতোভিঃ**—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা; **আকূতিভিঃ**—কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা; **আতনোতি**—বিস্তার করে; **নিরঙ্কুশম্**—অঙ্কুশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় যে মত্ত হস্তী তার মতো; **কুশলম্**—মঙ্গল; **চ**—ও; **ইতরম্**—যা মঙ্গলজনক নয় অর্থাৎ পাপকর্ম; **বা**—অথবা।

অনুবাদ

জীবের মন যতক্ষণ জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা (সত্ত্ব, রজ এবং তম) কলুষিত থাকে, ততক্ষণ তার মন ঠিক একটি মত্ত হস্তীর মতো স্বতন্ত্র হয়ে, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা পাপ এবং পুণ্যকর্মের ক্ষেত্র বিস্তার করে। তার ফলে জীব তার কর্মের ফলস্বরূপ সুখ এবং দুঃখ ভোগ করার জন্য জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলা হয়েছে যে, পাপকর্ম এবং পুণ্যকর্ম উভয়ই ভগবদ্ভক্তির প্রতিবন্ধক। ভক্তির অর্থ হচ্ছে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি, কিন্তু পাপ এবং পুণ্যকর্মের ফল হচ্ছে জড় জগতের বন্ধন। মন যদি বেদোক্ত পুণ্যকর্মের দ্বারা মোহিত হয়, তাহলে চিরকাল অজ্ঞানের অন্ধকারেই আচ্ছন্ন থাকতে হয়, এবং তখন আর চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তমোগুণ থেকে রজোগুণে অথবা রজোগুণ থেকে সত্ত্বগুণে চেতনার পরিবর্তন সাধনের ফলে প্রকৃতপক্ষে সমস্যার সমাধান হয় না। *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে* । অবশ্যই চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে হবে, তা না হলে জীবনের উদ্দেশ্য কখনই সাফল্যমণ্ডিত হবে না।

শ্লোক ৫

স বাসনাত্মা বিষয়োপরক্তো
গুণপ্রবাহো বিকৃতঃ ষোড়শাত্মা ।
বিভ্রৎ পৃথঙ্নামভি রূপভেদ-
মন্তর্বহিষ্টং চ পুরৈস্তনোতি ॥ ৫ ॥

সঃ—তা; **বাসনা**—বহু কামনাপূর্ণ; **আত্মা**—মন; **বিষয়-উপরক্তঃ**—জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত; **গুণ-প্রবাহঃ**—সত্ত্ব, রজ অথবা তমোগুণের দ্বারা চালিত; **বিকৃতঃ**—কাম আদির পরিণাম; **ষোড়শ-আত্মা**—জড়া প্রকৃতির ষোলটি মুখ্য উপাদান (পঞ্চ মহাভূত, দশ ইন্দ্রিয় এবং মন); **বিভ্রৎ**—ভ্রমণ করতে করতে; **পৃথক্-নামভিঃ**—পৃথক নামের দ্বারা; **রূপ-ভেদম্**—বিভিন্ন রূপ ধারণ করে; **অন্তঃ-বহিষ্টম্**—সব চাইতে উৎকৃষ্ট বা সব চাইতে নিকৃষ্ট; **চ**—এবং; **পুরৈঃ**—বিভিন্ন প্রকার দৈহিক রূপের দ্বারা; **তনোতি**—প্রকাশ করে।

অনুবাদ

মন যতক্ষণ পাপ এবং পুণ্যকর্মের বাসনায় মগ্ন থাকে, ততক্ষণ তা স্বাভাবিকভাবেই কাম, ক্রোধ আদির দ্বারা বিকারগ্রস্ত হয়। এইভাবে, তা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অর্থাৎ মন সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের দ্বারা পরিচালিত হয়। একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূত—এই ষোড়শ উপাদানের মধ্যে মন হচ্ছে প্রধান। তাই মনেরই জন্য দেব, নর, পশু, তির্যক আদি বিভিন্ন প্রকার শরীর লাভ হয়। উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্ট স্তরে মনের স্থিতি অনুসারে জীবের জড় দেহ লাভ হয়।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে মন কলুষিত হওয়ার ফলে, জীবকে চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনিতে দেহান্তরিত হতে হয়। মনের প্রভাবে আত্মা পুণ্য অথবা পাপকর্মের অধীন হয়। জড় অস্তিত্ব ভবসমুদ্রের তরঙ্গে হাবুডুবু খাওয়ার মতো। সেই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, *মিছে মায়ার বশে যাচ্ছ ভেসে, খাচ্ছ হাবুডুবু ভাই* । সেই কথা প্রতিপন্ন করে *ভগবদ্গীতাতেও* বলা হয়েছে—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

"জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে মোহিত হয়ে, বদ্ধ জীব নিজেকে সমস্ত কার্যের কর্তা বলে মনে করে, প্রকৃতপক্ষে সেই সমস্ত কার্য সাধিত হয় জড়া প্রকৃতির দ্বারা।"

(*ভগবদ্গীতা* ৩/২৭)

জড়-জাগতিক অস্তিত্বের অর্থ হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে জড়া প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া। মন জড়া প্রকৃতির আদেশ অঙ্গীকার করার কেন্দ্র। এইভাবে জীব বিভিন্ন প্রকার শরীরে অনাদিকাল ধরে দেহান্তরিত হচ্ছে।

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥

(*চৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্যলীলা* ২০/১১৭)

কৃষ্ণকে ভুলে যাওয়ার ফলে, জীব জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অনাদিকাল ধরে সংসার-দুঃখ ভোগ করছে।

শ্লোক ৬

দুঃখং সুখং ব্যতিরিক্তং চ তীব্রং
কালোপপন্নং ফলমাব্যনক্তি ।
আলিঙ্গ্য মায়ারচিতান্তরাত্মা
স্বদেহিনং সংসৃতিচক্রকূটঃ ॥ ৬ ॥

দুঃখম্—পাপকর্মের ফলস্বরূপ দুঃখ; **সুখম্**—পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ সুখ; **ব্যতিরিক্তম্**—মোহ; **চ**—ও; **তীব্রম্**—অত্যন্ত কঠোর; **কাল-উপপন্নম্**—কালক্রমে প্রাপ্ত; **ফলম্**—কর্মের ফল; **আব্যনক্তি**—সৃষ্টি করে; **আলিঙ্গ্য**—আলিঙ্গন করে; **মায়া-রচিত**—জড়া প্রকৃতি কর্তৃক সৃষ্ট; **অন্তঃ-আত্মা**—মন; **স্ব-দেহিনম্**—জীব স্বয়ং; **সংসৃতি**—সংসারের; **চক্র-কূটঃ**—যা জীবকে চক্রে নিক্ষেপ করে ছলনা করে।

অনুবাদ

মায়া রচিত মন জীবকে আচ্ছন্ন করে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করায়। তাকে বলা হয় সংসার-চক্র। এই মনের কারণে জীব জড় জগতের দুঃখ এবং সুখ ভোগ করে। জীবকে এইভাবে মোহাচ্ছন্ন করে মন পাপ এবং পুণ্যকর্মের ফলসমূহ সৃষ্টি করে এবং তার ফলে আত্মা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

তাৎপর্য

এই সংসারে প্রকৃতির বশীভূত হয়ে মনের কার্যকলাপ সুখ এবং দুঃখের অনুভূতি সৃষ্টি করে। মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে, জীব বিভিন্ন উপাধির অধীনে চিরকাল বদ্ধ জীবন যাপন করে। এই প্রকার জীবদের বলা হয় নিত্যবদ্ধ জীব । মূল কথা হচ্ছে, মন বদ্ধ জীবনের কারণ; তাই সমস্ত যৌগিক পন্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে মন এবং ইন্দ্রিয় সংযম। মন যদি সংযত হয়, তাহলে ইন্দ্রিয়গুলি আপনা থেকেই সংযত হয়ে যায়, এবং তার ফলে আত্মা পাপ এবং পুণ্যকর্মের ফল থেকে উদ্ধার পায়। মন যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হয় (*স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*), তাহলে ইন্দ্রিয়গুলি আপনা থেকেই ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়। মন এবং ইন্দ্রিয়গুলি যখন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়, তখন জীব স্বাভাবিকভাবেই কৃষ্ণভাবনাময় হয়। কেউ যখন সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন, তখন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগীতে পরিণত হন। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—*যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা* । এই *অন্তরাত্মা* মন জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত। সেই সম্বন্ধে এখানে বলা হয়েছে, *মায়ারচিতান্তরাত্মা স্বদেহিনং সংসৃতিচক্রকূটঃ*—মন সব চাইতে শক্তিশালী হওয়ার ফলে, জীবকে আচ্ছাদিত করে সংসার সমুদ্রের তরঙ্গে নিক্ষেপ করে।

শ্লোক ৭

তাবানয়ং ব্যবহারঃ সদাবিঃ
ক্ষেত্রজ্ঞসাক্ষ্যো ভবতি স্থূলসূক্ষ্মঃ ।
তস্মান্মনো লিঙ্গমদো বদন্তি
গুণাগুণত্বস্য পরাবরস্য ॥ ৭ ॥

তাবান্—ততক্ষণ পর্যন্ত; **অয়ম্**—এই; **ব্যবহারঃ**—কৃত্রিম উপাধি (স্থূল, কৃশ অথবা দেবতা বা মানুষ); **সদা**—সর্বদা; **আবিঃ**—প্রকাশ করে; **ক্ষেত্রজ্ঞ**—জীবের; **সাক্ষ্যঃ**—সাক্ষ্য; **ভবতি**—হয়; **স্থূল-সূক্ষ্মঃ**—স্থূল এবং সূক্ষ্ম; **তস্মাৎ**—অতএব; **মনঃ**—মন; **লিঙ্গম্**—কারণ; **অদঃ**—এই; **বদন্তি**—তারা বলে; **গুণ-অগুণত্বস্য**—জড়া প্রকৃতির গুণ যুক্ত হয়ে অথবা মুক্ত হয়ে; **পর-অবরস্য**—উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট জীবন।

অনুবাদ

মন জীবকে এই সংসারে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করায়, এবং তার ফলে জীব মানুষ, দেবতা, স্থূল, কৃশ ইত্যাদি অবস্থা অনুভব করে। পণ্ডিতেরা বলেন যে, দেহের আকৃতি, বন্ধন এবং মুক্তির কারণ হচ্ছে মন।

তাৎপর্য

মন যেমন বন্ধনের কারণ, তেমনই তা মুক্তির কারণ হতে পারে। এখানে মনকে *পরাবর* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *পর* মানে হচ্ছে দিব্য এবং *অবর* মানে জড়। মন যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হয় (*স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*), তখন তাকে বলা হয় *পর*। মন যখন জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে লিপ্ত হয়, তখন তাকে বলা হয় অবর। বর্তমানে, আমাদের বদ্ধ অবস্থায়, আমাদের মন সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির চেষ্টায় মগ্ন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের দ্বারা তাকে পবিত্র করে, তার আদি কৃষ্ণভাবনাময় স্তরে তাকে নিয়ে আসা যায়। আমরা প্রায়ই অম্বরীষ মহারাজের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি। *স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে* । মনকে অবশ্যই কৃষ্ণভাবনার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কৃষ্ণের বাণী প্রচার করে, কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করে অথবা কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করে জিহ্বার সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে। *সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ*—কেউ যখন ভগবানের সেবায় জিহ্বার উপযোগ করে, তখন অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিও পবিত্র হতে পারে। *নারদ-পঞ্চরাত্রে* উল্লেখ করা হয়েছে, *সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্*—মন এবং ইন্দ্রিয়গুলি যখন পবিত্র হয়, তখন সমগ্র অস্তিত্বও পবিত্র হয়ে যায় এবং জীবের উপাধিও পবিত্র হয়। তখন আর সে নিজেকে মানুষ, দেবতা, বিড়াল, কুকুর, হিন্দু, মুসলমান ইত্যাদি বলে মনে করে না। ইন্দ্রিয় এবং মন যখন পবিত্র হয়, তখন জীব পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হয়ে, মুক্তি লাভ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।

শ্লোক ৮

গুণানুরক্তং ব্যসনায় জন্তোঃ
ক্ষেমায় নৈর্গুণ্যমথো মনঃ স্যাৎ ।
যথা প্রদীপো ঘৃতবর্তিমশ্নন্
শিখাঃ সধূমা ভজতি হ্যন্যদা স্বম্ ।
পদং তথা গুণকর্মানুবদ্ধং
বৃত্তীর্মনঃ শ্রয়তেঽন্যত্র তত্ত্বম্ ॥ ৮ ॥

গুণ-অনুরক্তম্—জড়া প্রকৃতির গুণের প্রতি আসক্ত হয়ে; **ব্যসনায়**—সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য; **জন্তোঃ**—জীবের; **ক্ষেমায়**—পরম মঙ্গলের জন্য; **নৈর্গুণ্যম্**—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে; **অথো**—এইভাবে; **মনঃ**—মন; **স্যাৎ**—হয়; **যথা**—যেমন; **প্রদীপঃ**—প্রদীপ; **ঘৃত-বর্তিম্**—ঘৃতসিক্ত পলিতা; **অশ্নন্**—জ্বলন্ত; **শিখাঃ**—শিখা; **সধূমাঃ**—ধূম্রসহ; **ভজতি**—উপভোগ করে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অন্যদা**—অন্যথা; **স্বম্**—স্বীয়; **পদম্**—পদ; **তথা**—তেমন; **গুণ-কর্ম-অনুবদ্ধম্**—জড়া প্রকৃতির গুণ এবং কর্মের দ্বারা আবদ্ধ; **বৃত্তিঃ**—নানা প্রকার কার্য; **মনঃ**—মন; **শ্রয়তে**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **অন্যত্র**—অন্যথা; **তত্ত্বম্**—তার প্রকৃত অবস্থা।

অনুবাদ

মন বিষয়-ভোগে আসক্ত হওয়ার ফলে, জীব সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। কিন্তু মন যখন জড় সুখভোগের প্রতি অনাসক্ত হয়, তখন তা তার মুক্তির কারণ হয়। দীপের পলতে যখন ঠিকমতো জ্বলে না তখন তা থেকে কালো ধোঁয়া বেরোয়, কিন্তু তা যখন ঘৃতপূর্ণ হয়ে যথাযথভাবে জ্বলতে থাকে, তখন তা থেকে উজ্জ্বল শুভ্র দীপ্তি প্রকাশিত হয়। তেমনই, মন যখন ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি আসক্ত থাকে, তখন তা দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয়, এবং মন যখন বিষয়-বাসনা থেকে মুক্ত হয়, তখন কৃষ্ণভাবনার দীপ্তি প্রকাশ পায়।

তাৎপর্য

তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, মনই হচ্ছে বন্ধনের কারণ আবার মুক্তির কারণ। এই জড় জগতে মনের জন্যই সকলে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে; তাই মনকে যথাযথভাবে শিক্ষা দেওয়া বা জড় আসক্তি থেকে মুক্ত করে সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা উচিত। একে বলা হয় চিন্ময় বৃত্তি। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি পূর্ণরূপে আমার ভক্তি করেন এবং কোন পরিস্থিতিতেই অধঃপতিত হন না, তিনি তৎক্ষণাৎ জড়া প্রকৃতির গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত স্তর প্রাপ্ত হন।" (*ভগবদ্গীতা* ১৪/২৬)

আমাদের কর্তব্য মনকে সর্বতোভাবে কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত করা। তাহলে তা-ই আমাদের ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার এবং মুক্তির কারণ হবে। কিন্তু, আমরা যদি

ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য জড়-জাগতিক কার্যকলাপে মনকে যুক্ত করি, তাহলে তা-ই আমাদের বন্ধনের কারণ হবে, এবং বিভিন্ন দেহে আমাদের কর্মের ফলস্বরূপ দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করার জন্য এই জড় জগতেই আবদ্ধ করে রাখবে।

শ্লোক ৯

একাদশাসন্মনসো হি বৃত্তয়
আকূতয়ঃ পঞ্চ ধিয়োঽভিমানঃ ।
মাত্রাণি কর্মাণি পুরং চ তাসাং
বদন্তি হৈকাদশ বীর ভূমীঃ ॥ ৯ ॥

একাদশ—একাদশ; **আসন্**—রয়েছে; **মনসঃ**—মনের; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **বৃত্তয়ঃ**—বৃত্তি; **আকূতয়ঃ**—কর্মেন্দ্রিয়; **পঞ্চ**—পাঁচ; **ধিয়ঃ**—জ্ঞানেন্দ্রিয়; **অভিমানঃ**—অহঙ্কার; **মাত্রাণি**—ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন বিষয়; **কর্মাণি**—বিভিন্ন জড় কার্যকলাপ; **পুরম্ চ**—এবং দেহ, সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার অথবা জন্মভূমি; **তাসাম্**—এই সমস্ত কার্যের; **বদন্তি**—বলা হয়; **হ**—আহা; **একাদশ**—একাদশ; **বীর**—হে বীর; **ভূমীঃ**—কর্মক্ষেত্র।

অনুবাদ

পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অহঙ্কার—এগুলি মনের একাদশ বৃত্তি। হে বীর! শব্দ, স্পর্শ আদি পঞ্চতন্মাত্র জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়, মলত্যাগ আদি পঞ্চ ব্যাপার কর্মেন্দ্রিয়ের বিষয়, এবং দেহ, গৃহ, সমাজ ইত্যাদিতে আত্মবুদ্ধি অভিমানের বিষয়। পণ্ডিতেরা এগুলিকে মনের কর্মক্ষেত্র বলে থাকেন।

তাৎপর্য

মন পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের বিশেষ কর্মক্ষেত্র রয়েছে। প্রতিটি কর্মক্ষেত্রেই মন হচ্ছে নিয়ন্ত্রণকারী বা মালিক। অহঙ্কারের ফলে জীব তার দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, "আমার দেহ, আমার গৃহ, আমার পরিবার, আমার সমাজ, আমার দেশ" ইত্যাদি মনে করে। অহঙ্কারের ফলেই এই সমস্ত মিথ্যা উপাধির উদয় হয়, এবং সেই উপাধিকে সে তার স্বরূপ বলে মনে করে। এইভাবে জীব জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

শ্লোক ১০

গন্ধাকৃতিস্পর্শরসশ্রবাংসি
বিসর্গরত্যর্ত্যভিজল্পশিল্পাঃ ।
একাদশং স্বীকরণং মমেতি
শয্যামহং দ্বাদশমেক আহুঃ ॥ ১০ ॥

গন্ধ—গন্ধ; **আকৃতি**—রূপ; **স্পর্শ**—স্পর্শানুভূতি; **রস**—রস; **শ্রবাংসি**—এবং শব্দ; **বিসর্গ**—মলত্যাগ; **রতি**—স্ত্রীসম্ভোগ; **অর্তি**—গতি; **অভিজল্প**—ভাষণ; **শিল্পাঃ**—ধরা এবং ছাড়া—এই সমস্ত হাতের কার্য; **একাদশম্**—একাদশ; **স্বীকরণম্**—স্বীকার করে; **মম**—আমার; **ইতি**—এইভাবে; **শয্যাম্**—এই শরীর; **অহম্**—আমি; **দ্বাদশম্**—দ্বাদশ; **একে**—কেউ কেউ; **আহুঃ**—বলেন।

অনুবাদ

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ—এগুলি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়। প্রজল্প, শিল্প, গতি, মলত্যাগ এবং স্ত্রীসম্ভোগ—এগুলি পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের বিষয়। এ ছাড়া, "এটি আমার দেহ, এটি আমার সমাজ, এটি আমার পরিবার, এটি আমার দেশ" ইত্যাদি যে ধারণা, মনের এই একাদশতম বৃত্তিটিকে বলা হয় অহঙ্কার। কোন কোন দার্শনিকের মতে এটি দ্বাদশতম বৃত্তি, এবং তার কার্যক্ষেত্র হচ্ছে এই শরীর।

তাৎপর্য

একাদশ ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিষয় রয়েছে। নাকের দ্বারা আমরা ঘ্রাণ গ্রহণ করি, চোখের দ্বারা আমরা রূপ দর্শন করি, কর্ণের দ্বারা আমরা শ্রবণ করি, এবং এইভাবে আমরা জ্ঞান আহরণ করি। তেমনই, হাত, পা, উপস্থ, পায়ু আদি কর্মেন্দ্রিয় রয়েছে। যখন অহঙ্কারের বিস্তার হয়, তখন মানুষ মনে করে, "এটি আমার শরীর, পরিবার, সমাজ, দেশ" ইত্যাদি।

শ্লোক ১১

দ্রব্যস্বভাবাশয়কর্মকালৈ-
রেকাদশামী মনসো বিকারাঃ ।
সহস্রশঃ শতশঃ কোটিশশ্চ
ক্ষেত্রজ্ঞতো ন মিথো ন স্বতঃ স্যুঃ ॥ ১১ ॥

দ্রব্য—বিষয়ের দ্বারা; **স্বভাব**—স্বভাবের দ্বারা; **আশয়**—সংস্কারের দ্বারা; **কর্ম**—পূর্ব নির্ধারিত কর্মফলের দ্বারা; **কালৈঃ**—কালের দ্বারা; **একাদশ**—একাদশ; **অমী**—এই সমস্ত; **মনসঃ**—মনের; **বিকারাঃ**—রূপান্তর; **সহস্রশঃ**—সহস্র প্রকার; **শতশঃ**—শত; **কোটিশঃ চ**—এবং কোটি; **ক্ষেত্র-জ্ঞতঃ**—আদি পরমেশ্বর ভগবান থেকে; **ন**—না; **মিথঃ**—পরস্পর; **ন**—না; **স্বতঃ**—আপনা থেকে; **স্যুঃ**—হয়।

অনুবাদ

দ্রব্য, স্বভাব, সংস্কার, অদৃষ্ট এবং কাল—এইগুলি নিমিত্ত কারণ। এই সমস্ত নিমিত্ত কারণের দ্বারা ক্ষোভিত হয়ে, এই একাদশ প্রকার চিত্ত বিকার প্রথমে শত প্রকার, তারপর সহস্র প্রকার এবং তারপর কোটি প্রকার হয়ে থাকে। কিন্তু এই সমস্ত বিকার আপনা থেকেই পরস্পর সমন্বয়ের ফলে হয় না। পক্ষান্তরে তা হয় ভগবানের নির্দেশনায়।

তাৎপর্য

কখনও মনে করা উচিত নয় যে, স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড় উপাদানগুলির মিথস্ক্রিয়া, যা মন এবং চেতনার পরিবর্তন সাধন করে, তা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করছে। তা ক্রিয়া করে ভগবানের নির্দেশনায়। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করছেন (*সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*)। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমাত্মা (*ক্ষেত্রজ্ঞ*) সবকিছু পরিচালনা করছেন। জীবও ক্ষেত্রজ্ঞ, কিন্তু পরম ক্ষেত্রজ্ঞ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তিনি সাক্ষী এবং পরিচালক। তাঁর পরিচালনায় সবকিছু সংঘটিত হয়। জীবের বিভিন্ন প্রবণতাগুলি তার স্বভাব অথবা তার বাসনা থেকে উৎপন্ন হয়, এবং সে ভগবানের প্রতিনিধি জড়া প্রকৃতির দ্বারা শিক্ষিত হয়। শরীর, প্রকৃতি এবং জড় উপাদানগুলি ভগবানের পরিচালনার অধীন। সেগুলি আপনা থেকেই কার্য করে না। প্রকৃতি স্বতন্ত্র নয় অথবা স্বয়ংক্রিয় নয়। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভগবান হচ্ছেন প্রকৃতির অধ্যক্ষ।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥

"হে কৌন্তেয়, এই প্রকৃতি আমার নির্দেশনায় পরিচালিত হয়ে, সমস্ত স্থাবর এবং জঙ্গম প্রাণীদের উৎপন্ন করে। সেই নিয়মের দ্বারা এই জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংস হয়।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/১০)

শ্লোক ১২

ক্ষেত্রজ্ঞ এতা মনসো বিভূতী-
র্জীবস্য মায়ারচিতস্য নিত্যাঃ ।
আবির্হিতাঃ ক্বাপি তিরোহিতাশ্চ
শুদ্ধো বিচষ্টে হ্যবিশুদ্ধকর্তুঃ ॥ ১২ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞঃ—জীবাত্মা; **এতাঃ**—এই সমস্ত; **মনসঃ**—মনের; **বিভূতীঃ**—বিভিন্ন কার্যকলাপ; **জীবস্য**—জীবের; **মায়া-রচিতস্য**—বহিরঙ্গা মায়া শক্তির দ্বারা সৃষ্ট; **নিত্যাঃ**—অনাদিকাল থেকে; **আবির্হিতাঃ**—কখনও কখনও প্রকাশিত; **ক্বাপি**—কোথাও; **তিরোহিতাঃ চ**—এবং অপ্রকাশিত; **শুদ্ধঃ**—বিশুদ্ধ; **বিচষ্টে**—তা দেখে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অবিশুদ্ধ**—অশুদ্ধ; **কর্তুঃ**—কর্তার।

অনুবাদ

কৃষ্ণভক্তি-রহিত জীবের মনে মায়ার দ্বারা রচিত বহু ধারণা এবং বৃত্তি রয়েছে। সেগুলি অনাদিকাল থেকে বর্তমান। কখনও কখনও সেগুলি জাগ্রত অবস্থায় প্রকাশিত হয় এবং কখন স্বপ্নাবস্থায়, কিন্তু সুষুপ্তি ও সমাধি অবস্থায় সেগুলি তিরোহিত হয়। যে ব্যক্তি জীবন্মুক্ত তিনি এই সমস্ত বিষয় স্পষ্টভাবে দর্শন করতে পারেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৩/৩) বলা হয়েছে—*ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত*। দুই প্রকার *ক্ষেত্রজ্ঞ* রয়েছে—জীবাত্মা এবং পরমাত্মা। সাধারণ জীবেরা তাদের শরীরের কিয়দংশ সম্বন্ধে অবগত, কিন্তু পরমাত্মা সমস্ত শরীরের সম্বন্ধে অবগত। জীবাত্মা সীমিত, কিন্তু পরমাত্মা সর্বব্যাপ্ত। এই শ্লোকে *ক্ষেত্রজ্ঞ* শব্দটি জীবাত্মাকে ইঙ্গিত করছে, পরমাত্মাকে নয়। জীবাত্মা দুই প্রকার—নিত্য বদ্ধ এবং নিত্য মুক্ত। নিত্য মুক্ত জীবাত্মারা চিৎ-জগতে বা বৈকুণ্ঠ জগতে অবস্থান করেন, এবং তাঁরা কখনও জড় জগতে পতিত হন না। জড় জগতের জীবেরা নিত্য বদ্ধ। নিত্য বদ্ধ জীবেরা মনকে সংযত করার মাধ্যমে মুক্ত হতে পারেন, কারণ মন হচ্ছে জীবের বন্ধনের কারণ। মনকে যখন যথাযথভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং আত্মা যখন তার ফলে আর মনের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে না, তখন আত্মা এই জড় জগতে অবস্থান করা সত্ত্বেও মুক্ত হতে পারে। আত্মা যখন মুক্ত হয়, তখন তাকে বলা হয়

জীবন্মুক্ত। *জীবন্মুক্ত* জানেন কিভাবে তিনি বদ্ধ হয়েছেন; তাই তিনি নিজেকে পবিত্র করার চেষ্টার মাধ্যমে ভগবদ্ধামে ফিরে যান। নিত্য বদ্ধ জীব নিত্যকাল বদ্ধ অবস্থায় রয়েছে, কারণ সে তার মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নিদ্রিত অবস্থা এবং জাগ্রত অবস্থার সঙ্গে বদ্ধ এবং মুক্ত অবস্থার তুলনা করা যায়। বদ্ধ জীবদের অবস্থা নিদ্রিত ব্যক্তির মতো, কিন্তু যাঁরা জাগ্রত তাঁরা জানেন যে, তাঁরা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শাশ্বত বিভিন্ন অংশ। তাই এই জড় জগতেও তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হন। শ্রীল রূপ গোস্বামী তা প্রতিপন্ন করে বলেছেন—*ঈহা যস্য হরের্দাস্যে*। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের সেবা গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি এই জড় জগতে বদ্ধ অবস্থায় রয়েছেন বলে মনে হলেও মুক্ত। *জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে*। কেউ যদি মনে করেন যে, তাঁর একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা, তাহলে তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তাঁকে মুক্ত বলে বিবেচনা করতে হবে।

শ্লোক ১৩-১৪

ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ
সাক্ষাৎস্বয়ংজ্যোতিরজঃ পরেশঃ ।
নারায়ণো ভগবান্ বাসুদেবঃ
স্বমায়য়াত্মন্যবধীয়মানঃ ॥ ১৩ ॥
যথানিলঃ স্থাবরজঙ্গমানা-
মাত্মস্বরূপেণ নিবিষ্ট ঈশেৎ ।
এবং পরো ভগবান্ বাসুদেবঃ
ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মেদমনুপ্রবিষ্টঃ ॥ ১৪ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞঃ—পরমেশ্বর ভগবান*; **আত্মা**—সর্বব্যাপ্ত; **পুরুষঃ**—অনন্ত শক্তিসমন্বিত, সম্পূর্ণ স্বাধীন নিয়ন্তা; **পুরাণঃ**—আদি; **সাক্ষাৎ**—মহাজনদের বাণী শ্রবণ করে এবং প্রত্যক্ষ দর্শন করে যাঁকে অনুভব করা যায়; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **জ্যোতিঃ**—তাঁর দেহ-নির্গত রশ্মিচ্ছটা (ব্রহ্মজ্যোতি) প্রকাশ করে; **অজঃ**—যাঁর কখনও জন্ম হয় না; **পরেশঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **নারায়ণঃ**—সমস্ত জীবের আশ্রয়; **ভগবান্**—

* দ্বাদশ শ্লোকে *ক্ষেত্রজ্ঞ* শব্দে জীবাত্মাকে বোঝান হয়েছে, কিন্তু এই শ্লোকে *ক্ষেত্রজ্ঞ* শব্দটি পরমেশ্বর ভগবানকে ইঙ্গিত করছে।

ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ পরমেশ্বর ভগবান; **বাসুদেবঃ**—ব্যক্ত এবং অব্যক্ত সবকিছুর যিনি আশ্রয়; **স্বমায়য়া**—তাঁর স্বীয় শক্তির দ্বারা; **আত্মনি**—স্বয়ং, অথবা সাধারণ জীবে; **অবধীয়মানঃ**—নিয়ন্তারূপে বিরাজ করে; **যথা**—যেমন; **অনিলঃ**—বায়ু; **স্থাবর**—অচর জীবদের; **জঙ্গমানাম্**—এবং গতিশীল জীবদের; **আত্ম-স্বরূপেণ**—তাঁর পরমাত্মা রূপের দ্বারা; **নিবিষ্টঃ**—নিহিত; **ঈশেৎ**—নিয়ন্ত্রণ করেন; **এবম্**—এইভাবে; **পরঃ**—দিব্য; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বাসুদেবঃ**—সবকিছুর আশ্রয়; **ক্ষেত্রজ্ঞঃ**—ক্ষেত্রজ্ঞ নামক; **আত্মা**—প্রাণশক্তি; **ইদম্**—এই জড় জগৎ; **অনু-প্রবিষ্টঃ**—ভিতরে প্রবেশ করেছেন।

অনুবাদ

দুই প্রকার ক্ষেত্রজ্ঞ রয়েছে—জীবাত্মা, যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং পরমেশ্বর ভগবান, যাঁর কথা এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। তিনি হচ্ছেন সৃষ্টির সর্বব্যাপক কারণ। তিনি পূর্ণ এবং অন্য কারোর উপর নির্ভরশীল নন। তাঁকে শ্রবণের মাধ্যমে এবং প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করা যায়। তিনি স্বতঃপ্রকাশ এবং তাঁর জন্ম, মৃত্যু, জরা অথবা ব্যাধি নেই। তিনি ব্রহ্মা আদি সমস্ত দেবতাদের নিয়ন্তা। তিনি নারায়ণ, অর্থাৎ সমস্ত জীবের আশ্রয়। তিনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান, এবং তিনি সর্বভূতের আবাস বাসুদেব। তিনি তাঁর স্বীয় শক্তির দ্বারা সমস্ত জীবের হৃদয়ে বর্তমান। বায়ু যেভাবে প্রাণরূপে স্থাবর-জঙ্গম আদি সর্বভূতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনই তিনি বিশ্বপ্রপঞ্চে প্রবিষ্ট হয়ে তার উপর আধিপত্য করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) এই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—*সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*। প্রতিটি জীবই তাঁর হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। যিনি এই জগৎ সৃষ্টি করেন, তিনিই হচ্ছেন পুরুষ বা পুরুষাবতার; প্রথম পুরুষাবতার হচ্ছেন মহাবিষ্ণু, এবং মহাবিষ্ণু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশের অংশ। শ্রীকৃষ্ণের প্রথম প্রকাশ হচ্ছেন বলদেব, এবং তাঁর দ্বিতীয় প্রকাশ হচ্ছেন বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ। বাসুদেব হচ্ছেন ব্রহ্মজ্যোতির মূল কারণ, এবং ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে বাসুদেবের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটার বিস্তার।

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্ ।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি অসীম শক্তিসম্পন্ন। তাঁর চিন্ময় রূপের কিরণ হচ্ছে ব্রহ্মজ্যোতি, যা পরম, পূর্ণ ও অনন্ত, এবং যার থেকে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন ঐশ্বর্য সমন্বিত অসংখ্য গ্রহলোক প্রকাশিত হয়।" (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৪০) *ভগবদ্গীতায়* ভগবানের বর্ণনা এইভাবে করা হয়েছে—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥

"আমার অব্যক্ত রূপের দ্বারা সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত। সমস্ত জীব আমার মধ্যে অবস্থিত, কিন্তু আমি তাদের মধ্যে নই।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/৪)

এই হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ সর্বব্যাপ্ত বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধের স্থিতি।

শ্লোক ১৫

ন যাবদেতাং তনুভৃন্নরেন্দ্র
বিধূয় মায়াং বয়ুনোদয়েন ।
বিমুক্তসঙ্গো জিতষট্সপত্নো
বেদাত্মতত্ত্বং ভ্রমতীহ তাবৎ ॥ ১৫ ॥

ন—না; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **এতাম্**—এই; **তনু-ভৃৎ**—দেহধারী; **নরেন্দ্র**—হে রাজন্; **বিধূয় মায়াম্**—জড় কলুষ বিধৌত করে; **বয়ুনা উদয়েন**—সৎ-সঙ্গ এবং বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নের প্রভাবে দিব্য জ্ঞান জাগরিত করে; **বিমুক্ত-সঙ্গঃ**—জড়-জাগতিক সমস্ত সঙ্গ থেকে মুক্ত; **জিত-ষট্-সপত্নঃ**—ছয়টি শত্রু (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন) জয় করে; **বেদ**—জানে; **আত্ম-তত্ত্বম্**—আত্মতত্ত্ব; **ভ্রমতি**—ভ্রমণ করে; **ইহ**—এই জড় জগতে; **তাবৎ**—ততক্ষণ পর্যন্ত।

অনুবাদ

হে রাজা রহূগণ, দেহধারী বদ্ধ জীব যতক্ষণ পর্যন্ত জড় সুখভোগের কলুষ থেকে মুক্ত না হয়, এবং তার ছয়টি শত্রুকে জয় করে আত্মজ্ঞান জাগরিত করার মাধ্যমে

আত্মতত্ত্ব অবগত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে এই জড় জগতে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করতে হয়।

তাৎপর্য

মন যখন দেহাত্মবুদ্ধিতে মগ্ন থাকে, তখন জীব মনে করে যে সে কোন রাষ্ট্রের, দেশের, পরিবারের অথবা জাতির অন্তর্ভুক্ত। এগুলিকে বলা হয় উপাধি, এবং এই উপাধিগুলি থেকে মুক্ত হওয়া জীবের কর্তব্য (*সর্বোপাধি-বিনির্মুক্তম্*)। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ মুক্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে জড় জগতে বদ্ধ জীবনযাপন করতে হয়। মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সমস্ত ভ্রান্তি দূর করা। তা যদি না করা হয়, তাহলে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে নানা রকম জড়-জাগতিক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়।

শ্লোক ১৬

ন যাবদেতন্মন আত্মলিঙ্গং
সংসারতাপাবপনং জনস্য ।
যচ্ছোকমোহাময়রাগলোভ-
বৈরানুবন্ধং মমতাং বিধত্তে ॥ ১৬ ॥

ন—না; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **এতৎ**—এই; **মনঃ**—মন; **আত্ম-লিঙ্গম্**—আত্মার ভ্রান্ত উপাধি; **সংসার-তাপ**—জড় জগতের দুঃখ-কষ্ট; **আবপনং**—ক্ষেত্র; **জনস্য**—জীবের; **যৎ**—যা; **শোক**—শোকের; **মোহ**—মোহের; **আময়**—রোগের; **রাগ**—আসক্তির; **লোভ**—লোভের; **বৈর**—শত্রুতার; **অনুবন্ধম্**—পরিণাম; **মমতাম্**—মমতা; **বিধত্তে**—উৎপাদন করে।

অনুবাদ

আত্মার উপাধি মন হচ্ছে সমস্ত জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার কারণ। বদ্ধ জীব যতক্ষণ পর্যন্ত এই তথ্য না জানে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে জড় দেহজনিত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে করতে এই জগতে ভ্রমণ করতে হয়। মন যেহেতু রোগ, শোক, মোহ, আসক্তি, লোভ, শত্রুতা ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত, তাই সে এই জড় জগতের বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে মমতা উৎপাদন করে।

তাৎপর্য

মন বন্ধন এবং মুক্তি উভয়েরই কারণ। কলুষিত মন মনে করে, "আমি এই দেহ।" শুদ্ধ মন জানে যে সে তার জড় দেহ নয়; তাই মনকে সমস্ত জড় উপাধির মূল কারণ বলে মনে করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত জীব জড় জগতের সম্পর্ক এবং কলুষ থেকে মুক্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মন জন্ম, মৃত্যু, মোহ, আসক্তি, লোভ, শত্রুতা ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত থাকবে। এইভাবে জীব জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জাগতিক ক্লেশ ভোগ করে।

শ্লোক ১৭

ভ্রাতৃব্যমেনং তদদভ্রবীর্য-
মুপেক্ষয়াধ্যেধিতমপ্রমত্তঃ ।
গুরোর্হরেশ্চরণোপাসনাস্ত্রো
জহি ব্যলীকং স্বয়মাত্মমোষম্ ॥ ১৭ ॥

ভ্রাতৃব্যম্—ভয়ঙ্কর শত্রু; **এনম্**—এই মন; **তৎ**—তা; **অদভ্র-বীর্যম্**—অত্যন্ত বলবান; **উপেক্ষয়া**—উপেক্ষা করে; **অধ্যেধিতম্**—বৃথা বর্ধিত হয়ে; **অপ্রমত্তঃ**—মোহমুক্ত; **গুরোঃ**—শ্রীগুরুদেবের; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **চরণ**—শ্রীপাদপদ্মের; **উপাসনা-অস্ত্রঃ**—উপাসনারূপ অস্ত্রের দ্বারা; **জহি**—জয় করুন; **ব্যলীকম্**—মিথ্যা; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **আত্ম-মোষম্**—জীবের স্বরূপকে যে আচ্ছাদিত করে।

অনুবাদ

এই অসংযত মন জীবের পরম শত্রু। তাকে উপেক্ষা করলে অথবা সুযোগ দিলে তা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে। যদিও তা বাস্তব নয়, তবুও তা অত্যন্ত বলবান। তা জীবের স্বরূপ আচ্ছাদিত করে রাখে। হে রাজন্, দয়া করে শ্রীগুরুদেব এবং পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবারূপ অস্ত্রের দ্বারা এই মনকে জয় করার চেষ্টা করুন। অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে এই কর্তব্য সম্পাদন করুন।

তাৎপর্য

মনকে জয় করার একটি সহজ অস্ত্র হচ্ছে—উপেক্ষা। মন আমাদের সর্বদা উপদেশ দিচ্ছে এটা কর ওটা কর; তাই মনের আদেশ অবজ্ঞা করতে আমাদের খুব দক্ষ

হতে হবে। ধীরে ধীরে মনকে আত্মার আদেশ পালন করার শিক্ষা দিতে হবে। এই নয় যে, মনের আদেশ মানতে হবে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলতেন যে, মনকে সংযত করার জন্য ঘুম থেকে উঠেই তাকে পাদুকার দ্বারা বহুবার প্রহার করতে হবে এবং ঘুমাতে যাবার পূর্বে পুনরায় তাকে ঝাঁটা দিয়ে প্রহার করতে হবে। এইভাবে আমরা মনকে সংযত করতে পারব। এটিই সমস্ত শাস্ত্রের নির্দেশ। কেউ যদি তা না করে, তাহলে সে মনের আদেশ পালন করে অধঃপতিত হবে। মনকে দমন করার আর একটি সদুপায় হচ্ছে নিষ্ঠা সহকারে শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করা এবং ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া। তাহলে মন আপনা থেকেই সংযত হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামীকে উপদেশ দিয়েছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করতে করতে কোন ভাগ্যবান জীব যখন শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্ত হন, তখন তাঁর প্রকৃত জীবন শুরু হয়। তিনি যদি শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করেন, তাহলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তিনি মনের দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারবেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'মহারাজ রহূগণের প্রতি জড় ভরতের উপদেশ' নামক একাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।